তারিখ 11 AUG 2016
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

সংবাদ

বন্যায় টাঙ্গাইলে ৪৩৬ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ

কালিহাতীতে পরীক্ষা স্থগিত

জেলা বার্তা পরিবেশক, টাঙ্গাইল

বন্যার জলাবদ্ধতায় টাঙ্গাইলের ৪৩৬ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। পরীক্ষা নিয়েও দুশ্চিন্তায় রয়েছেন বন্যাকবলিত প্রতিষ্ঠানগুলো। গত ২ আগস্ট থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। বন্যা এলাকায় ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। এদিকে কালিহাতী উপজেলার ১৭২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।

টাঙ্গাইল জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, জেলার ১২ উপজেলার মধ্যে ৮ উপজেলার হাইস্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজসহ ১৪৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্যার কারণে বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে নাগরপুরে ৬৪টি, ভুঞাপুরে ২২টি, সদর ২৪টি, বাসাইলে ৪টি, সখীপুরে ১টি, মির্জাপুর ৪টি, দেলদুয়ারে ১২টি, কালিহাতীতে ১৬টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। টাঙ্গাইল জেলা শিক্ষা অফিসার শফীউল্লাহ জানান, বন্যায় টাঙ্গাইলে ১৪৭টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বন্যাকবলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। যতদ্রুত সম্ভব বন্যাকবলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খোলা যায় এ ব্যাপারে আমরা কাজ করছি।

টাঙ্গাইল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, টাঙ্গাইলের ১২টি উপজেলার মধ্যে ৮টি উপজেলার ২৮৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানি ঢুকে পড়ায় বন্ধ রয়েছে ওই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। টাঙ্গাইল সদরে ৬৫, দেলদুয়ারে ৫১, ভুঞাপুরে ৫৪, নাগরপুরে ১৬, কালিহাতীতে ২৬, বাসাইলে ৮, মির্জাপুরে ৩, গোপালপুরে ২টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। টাঙ্গাইল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আতাউর রহমান জানান, বন্যার কারণে স্কুলে পানি ঢুকে পড়ায় ২৮৯টি প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি ঢুকায়, ব্যাহত হচ্ছে ওইসকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যকম। যে সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের তালিকা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি যতদ্রুত সম্ভব ওই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চালু করা যায়। টাঙ্গাইল সদর উপজেলার মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান্ ডিগ্রি কলেজ আনুহলা, অনুহলা উচ্চ বিদালয়, ৪৮নং বাগবাড়ী চৌবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক/উচ্চ বিদ্যালয়ে পানি ঢুকে পড়ায় বন্ধ রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। বাগবাড়ী চৌবাড়ীয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক আফসার উদ্দিন জানান, বিদ্যালয়ে পানি ঢুকে পড়াই প্রায় ১ সপ্তাহ ধরে স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এখনো বিদ্যালয়ের চারদিকে পানি রয়েছে। এতে একদিকে ক্লাস হচ্ছে না, অন্যদিকে পরীক্ষা নিতে পারছি না। আর এতে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম। অনুহলা উচ্চ বিদালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম জানান, স্কুলে পানি থাকায় স্কুল বন্ধ রয়েছে। এতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। আশা করছি অতি দ্রুতই প্রতিষ্ঠানটি আবার চালু হবে।

এদিকে কালিহাতী উপজেলার ১৭২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সাথে ২৮টি বিদ্যালয়ে পাঠদানসহ সকল কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। কালিহাতী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু নাসার উদ্দিন জানান, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা গত ২ আগস্ট থেকে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এবারের ভয়াবহ বন্যায় উপজেলার ২৮টি বিদ্যালয়ের মাঠ ও শ্রেণীকক্ষে পানি উঠায় এবং যাতায়াত ব্যবস্থা অনুপযোগী হওয়ায় পাঠদানসহ সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সেইসাথে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় উপজেলার সকল বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে। তবে পানি নেমে গেলে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

উপজেলার চরবাঁশি, কুড়িঘড়িয়া, আফজালপুর, জিদহ খাস, বেলটিয়া, বল্লভবাড়ি, দশকিয়া, যোগীপাল, মগড়া, ঢোলকান, বিয়ারা মারুয়া, সরাতৈল, সলিল গোবিন্দপুর, গোহালিয়াবাড়ী, মীর হামজানি গুলিয়াদহ, পাথাইলকান্দিসহ ২৮টি স্কুল বন্যায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একাধিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বলেন, বন্যার কারণে শিক্ষার স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের অনেক ক্ষতি হচ্ছে।